ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ভুল ভুলাইয়া ৩'-এ থাকছেন অক্ষয়, যা জানালেন পরিচালক

পৃঃ ৫

পাকিস্তান দলে ফিরলেন বাবর, কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ ফখর

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৯৪ ● কলকাতা ● ১৬ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০২ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

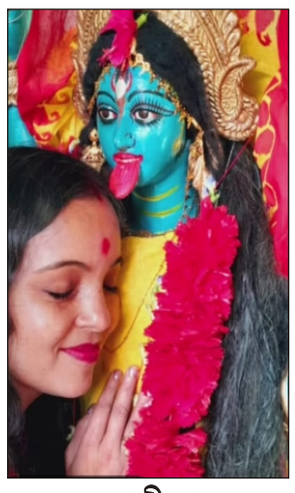

জয় কৃষ্ণ কালী মায়ের জয়

সুন্দরবনে পালিয়েও বাঘের ভয়ে পুলিশের হাতে ধরা দিল নৃত্য শিক্ষক

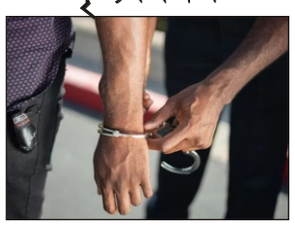

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একদিকে সুন্দরবনে বাঘের হুঙ্কার, অন্যদিকে পুলিশের তাড়া। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের হাতেই ধরা দিল পলাতক অভিযুক্ত। নাবালককে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ছিল এক নাচের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তারি এড়াতে কলকাতা থেকে পালিয়েছিল দক্ষিণ ২৪

এরপর ৩ পাতায়

মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানির উপর হামলা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলের উপর হামলার অভিযোগ উঠল হাড়োয়ায়। অভিযুক্ত তৃণমূলেরই এক নেতা। এই ঘটনায় নতুন করে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বৃহস্পতিবার কালীপুজো উপলক্ষে হাড়োয়ায় একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন ঊষারানি। সেখান থেকে ফেরার সময়ে তাঁর উপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী।অভিযোগ, হামলার নেপথ্যে ছিলেন হাড়োয়ার তৃণমূল নেতা খালেক মোল্লা। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।খালেকের সঙ্গে যোগাযোগের করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "ঊষারানি যা বলছে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। উনি নিজেই সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান মল্লিকা মণ্ডল এবং তাঁর লোকজনের উপর হামলা চালিয়েছেন। গুলিও চালানো হয়েছে। লোকসভা ভোটে নিজের বুথে হেরেছেন, বিধায়ক এখন কোণঠাসা। হাড়োয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তিনি আসেননি। বিজেপির সঙ্গে আঁতাঁত রয়েছে ওঁর। তাঁর লোকজন এখন দল থেকে বহিষ্কৃত। তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের উপর দোষ দিচ্ছেন।"

বৃহস্পতিবার রাতে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর গাড়িতেও হামলা হয়। হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছেন সুকুমার।

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রের অনুদান পেতে মরিয়া রাজ্য!

দ্রুত 'জিয়ো ট্যাগ' সম্পন্ন করার নির্দেশ নবান্নের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকার পরেও রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় আবাসের তালিকায় 'গরমিল' নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত। এই প্রেক্ষিতে বুধবার নবান্নের তরফে আরও এক বার আশ্বস্ত করা হল রাজ্যবাসীকে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তালিকা থেকে কারও নাম বাতিল করার আগে দ্বিগুণ নিশ্চিত করা হবে।অন্য দিকে, বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার পাঁচরোলে আবাস যোজনার সমীক্ষক দলকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান একদল মানুষ। উভয় পক্ষের কথা

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

শুভেন্দুর জেলার তৃদীপাবলি উদযাপনের সময়েই খুন একই পরিবারের তিন জন!ণমূল বিধায়ককে

উদ্ধার বাবা-ছেলে-নাতির মাথা থেঁতলানো দেহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীপাবলি উদযাপনের সময় মৃত্যু হল একই পরিবারের তিন প্রজন্মের। অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার ঘটনা। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের অশান্তি থেকেই এমন দুর্ঘটনা। শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো শত্রুতার জেরেই এমন কাণ্ড। মৃতদের নাম বাথুলা রমেশ, বাথুলা চিন্নি (ছেলে), বাথুলা রাজু (নাতি)। বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারের সঙ্গে দিওয়ালি উদযাপন করছিলেন কাকিনাড়ার কাজুলুরু গ্রামের বাসিন্দা বাথুলা রমেশের পরিবার। আচমকাই সেখানে হাজির হয় অভিযুক্তরা।

তিনজনের মাথা থেঁতলে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। সবার মাথায় গুরুতর চোট এবং হাতে-পায়ে কালশিটের দাগ স্পষ্ট।

কিন্তু কে বা কারা ওই পরিবারের উপর আক্রমণ চালাল? কতজনই বা সেই দলে ছিল তা এখনও স্পষ্ট করেনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, পুরনো শত্রুতা এবং খারাপ কোনও মন্তব্যের কারণেই ওই পরিবারের উপর নেমে আসে আক্রমণ।

গুজরাটের কেভাড়িয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে

শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গুজরাটের কেভাড়িয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তিনি শ্রদ্ধা জানান। শ্রী মোদী একতা দিবসের শপথ পাঠ করান।৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর স্মরণে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের প্যারেড প্রত্যক্ষ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারির মতো ৩১ অক্টোবরও সমগ্র দেশবাসীর কাছে এক নতুন শক্তি ও প্রেরণার দিন। স্ট্যাচু অফ ইউনিটিকে ঘিরে একতা নগরের নৈসর্গিক শোভা তাকে এক ক্ষুদ্র ভারতের চেহারা দিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। দীপাবলি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী দেশ ও বিশ্বের নানা প্রান্তে বসবাসকারী ভারতীয়দের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জাতীয় একতা দিবস দীপাবলির উৎসবের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এক ঐক্যের উৎসব উদযাপন করছে। শ্রী মোদী বলেন, সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী বর্ষ আজ থেকে শুরু হওয়ায় এ বছরের একতা দিবসের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। দেশ আগামী দু'বছর ধরে সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করবে। দেশের জন্য তাঁর অসাধারণ কীর্তির স্মরণে তাঁকে দেশের এটি একটি শ্রদ্ধার্ঘ।

শ্রী মোদী বলেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গ আজও সেই গল্প বলে। তিনি বলেন যে রায়গড় দুর্গ মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়, দেশাত্মবোধ এবং দেশই সর্বাগ্রে-এই ভাবধারার পবিত্র ভূমি। ছত্রপতি শিবাজী বিভিন্ন মতবাদের মানুষকে দেশের কল্যাণে একত্রিত করেছিলেন। দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় বিগত এক দশকে দেশে অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। একতা নগর ও স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে সলকল্প রক্ষায় সরকারি উদ্যোগের এই নানা চিত্র মূর্ত হয়েছে বলে জানান তিনি। স্ট্যাচু অফ ইউনিটি কেবলমাত্র নামেই নয়, দেশের সব গ্রাম থেকে আসা মৃত্তিকা এবং লোহা দিয়ে তৈরি বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, প্রকৃত ভারতবাসী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য হল দেশের ঐক্য রক্ষায় যাবতীয় প্রয়াসের উদযাপন করা। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভারতীয় ভাষাগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মারাঠি, বাংলা, অসমিয়া, পালি এবং প্রাকৃত ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। ভাষার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রসারিত হচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলপথ সম্প্রসারিত হয়েছে। লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামান-নিকোবরে হাইস্পিড ইন্টারনেটের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, পার্বত্য এলাকায় নিশ্চয়তা দিতে চায়। যাবতীয় প্রয়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ পাশাপাশি, দেশজুড়ে মৈত্রীর করছে যার মধ্য দিয়ে শহর ও গ্রাম জুড়ে যাচ্ছে। কোনো এলাকাই নিজেদেরকে যাতে পিছিয়ে পড়া মনে না করে, আধুনিক পরিকাঠামো সেই নিশ্চয়তা দিতে চায়। এক বলিষ্ঠ ভাবধারা গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য।

মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ করে বিগত ১০ বছরে ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষার যাবতীয় প্রয়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে

এরপর ৪ পাতায়

মশবাহিত রোগ নিয়ে মানুষকে

সচেতন করতে আজও জঙ্গলমহলে অনুষ্ঠিত হয় লোক উৎসব মশা খেদা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : গ্রামবাংলার অন্যান্য স্থানের মতো দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা ও সুবর্ণ রৈখিক অববাহিকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা ধরনের লৌকিক উৎসব। এই ধরনের লুপ্তপ্রায় একটি লৌকিক উৎসব হলো 'মশা খেদা" বা "মশা খেদানো"। এর আক্ষরিক অর্থে হলো মশা তাড়ানো। কালীপূজার অমাবস্যা রাতের পরে প্রতিপদের ভোরে অনুষ্ঠিত হয় এই 'মশা খেদা' উৎসব।ভোর রাতে ছেলে ছোকরা দের ঘুম থেকে তুলে দেন বাড়ির বড়রা। আবার কালীপূজা গোটা রাত জেগে ভোর রাতে 'মশা খেদা'-তে যান অনেকে।মূলত ছোটদের উদ্যোগে বড় দের সহযোগিতায় তৈরি হয়ে যায় মশা খেদানো দল। সবাই একজোট হয়ে শুরু হয় মশা খেদা। মশা খেদার সময় পুরানো খালি তেলের টিন, টিন ভাঙ্গা, লোহাভঙ্গা, কুলাভাঙ্গা, ভাঙ্গা ঝুড়িকে ছোট লাঠি বা লোহার ছোট দন্ড দিয়ে বাজোনো হয় সহ অন্য কিছু বাদ্যযন্ত্রও সাথে থাকে।সব মিলিয়ে কান ঝালাপালা করা শব্দের সাথে সাথেই মুখে মশা খেদা বিষয়ক নানা ছড়া কাটতে কাটতে চলে মশা খেদার কাজ।ছড়া তে বলা হয়,' মশা গেলা হু হু.....,'মশা গেলা আড়ে বাড়ে.....। রাস্তার দেখার জন্য মাটির হাঁড়ির ভিতর মোমবাতি জ্বালিয়ে হাঁড়ির মুখটাকে টর্চের আলোর মতো ব্যাবহার কর হয়। আবার কেউ কেউ মশাল সাথে নেনে। কোথায় কোথায় পুরানো টায়ারও জ্বালানো হয়। অনেক জায়গায় মুখে কোরোসিন নিয়ে অদ্ভুত কায়দায় মশালের উপর ছুঁড়ে দিয়ে আগুনের গোলা তৈরি করেন ছেলে ছোকরারা। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু,ঝাড়গ্রাম জেলার ভূমিপুত্র, চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া'র মতে," লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী এভাবে মশা তাড়ালে মশার প্রকোপ কিছুটা কমে। আসলে বর্ষা শেষের পরে শীতের আগমনের সময় কালটাতে মশার প্রকোপ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। আবার মনে করা হয় মশা খেদা আসলে অলক্ষীকে বিদায় করা উৎসব। আগেকার দিনে গোবর দিয়ে অলক্ষীর কাল্পনিক মূর্তিও তৈরি করা হতো।অলক্ষীর সঙ্গী হলো মশা ও নানা ক্ষতিকারক পোকামাকড়। যারা কিনা মানুষ, গবাদিপশু ও ফসলের ক্ষতি করে।মশা খেদা'র মধ্য দিয়ে অলক্ষী ও তার সঙ্গীদের গ্রাম থেকে বিদায় করার চেষ্টা করা হয়।" তাঁর আক্ষেপ, বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায় মশা খেদা প্রায় লুপ্ত প্রায়। এছাড়াও জুনশোলা গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পাল বলেন,আজও গ্রাম বাংলায় প্রচলিত এই মশা খেদান উৎসব। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও কালীপুজোর ভোরে জুনশোলা গ্রামের খুদেরা ঢাক ঢোল নিয়ে মশা খেদানো উৎসবে মেতে উঠেন। এসবের মাঝে এবারে গোপীবল্লভপুর-১ ব্লকের তালপাদা,আসনবনী, টিকায়েৎপুর গ্রাম গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের জুনশোলা, সাঁকরাইল ব্লকের মৌভান্ডার সহ বেশ কিছু এলাকায় 'মশা খেদা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য উত্তর পূর্ব ভারতের অসম রাজ্যের কিছু কিছু মশা খেদা প্রচলিত রয়েছে। তবে সেটা অগ্রাহায়ণ মাসের পূর্ণিমা রাতে অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও বালকের লাঠি হাতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে মশা খেদা গান গায়। গান গাইতে গাইতে গৃহস্থকে আশীর্বাদ করে।

বছরে মাত্র একবার দেবীদর্শনের সুযোগ,

পাহাড়চূড়োর মন্দিরে উঠতে গিয়ে পদপিষ্ট ১২ পুণ্যার্থী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্গম পাহাড়ি পথে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মন্দিরে যাওয়ার পথে পদপিষ্ট হলেন পুণ্যার্থীরা। জানা গিয়েছে, কর্নাটকের চিকমাগালুরে দেবীরাম্মা হিল টেম্পলে যাওয়ার পথে অন্তত ১২ জন পুণ্যার্থী। উল্লেখ্য, সারা বছরে কেবলমাত্র দীপাবলির সময়েই খোলা থাকে পাহাড়চূড়োর এই মন্দির।উল্লেখ্য, প্রতি বছরই দীপাবলির সময়ে নরক চতুর্দশী উপলক্ষে এই দেবীরাম্মা মন্দিরে আসেন হাজার হাজার ভক্ত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত এই পাহাড়ে পায়ে হেঁটেই উঠতে হয়। গত দুদিন ধরে ওই এলাকায় প্রবল বৃষ্টির ফলে গোটা এলাকা আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তার মধ্যেই বুধবার থেকে খুলে যায় মন্দিরের দরজা। বৃহস্পতিবার থেকে মন্দিরে আসতে শুরু করেন ভক্তরা। পরের দিনই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। তবে আহতরা সকলেই সুস্থ রয়েছেন বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকবে।ফলে উৎসবের মরশুমে ভক্তদের ঢল নামে সেখানে।

জানা গিয়েছে, গত দুদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে চিকমাগালুরে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই মন্দিরে ভিড় জমান পুণ্যার্থীরা। তিন হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে দেবী দর্শনের জন্য যাত্রা শুরু করেন সকলে। মাণিক্যধারা এবং আরিসিনাগুপে থেকে শুরু হয় যাত্রা। তাদের মধ্যে ছিল বহু শিশুও। কিন্তু মন্দিরে যাওয়ার পথেই প্রবল ভিড়ের মধ্যে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। তার জেরে পদপিষ্ট হন অন্তত ১২ জন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আহতদের উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে আসা হয়েছে মালনাড টাউনে।

বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ নন্দীকেশ্বরী

বীরভূম: নিউজ সারাদিন : বীরভূমের ৫টি সতীপীঠের মধ্যে অন্যতম সাঁইথিয়ার নন্দীকেশ্বরী। কথিত আছে, সাধক বামাক্ষ্যাপা এই মন্দিরে পুজো দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সাঁইথিয়া জায়গাটি আগে নন্দীপুর নামে পরিচিত ছিল সবার কাছে। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে দেবী নন্দীকেশ্বরীর নাম অনুসারে এই শহরের নাম হয়েছিল নন্দীপুর।দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে এখনো এই মন্দির চত্বরে আছে মানুষের এবং শেয়ালের মাথার খুলি, সেই বট গাছও এখনও রয়েছে। রয়েছে জলাশয়ও। শুধু আশেপাশের জঙ্গল অনেকটাই পরিষ্কার করে এখন গড়ে উঠেছে বসতি বহুতলাবাসন ইট কার্ড কংক্রিটের নগরায়ন। শতাধিক বছর আগে ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী এই মন্দির শুরু করেছিলেন বলে কথিত আছে।

আরও জানা যায়, দেশ স্বাধীনে যুক্ত বিপ্লবীরা এই মন্দিরে আস্তানা গড়ে ছিলেন এবং তারাই এই পুজো করতেন। সেজন্য এই মন্দিরে এখনো বন্দেমাতরম মন্ত্র এই পুজো শুরু হয়, তবে সেই গা ছমছমে পরিবেশ অতটা না থাকলেও সেই প্রকাণ্ড বটগাছ এখনও জানান দেয়, কয়েক দশক আগেও জায়গাটা কিরকম ছিল, মন্দিরের পুরোহিত মিলন চট্টোপাধ্যায় জানালেন, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের অনুকরণে

'দুয়ারে রাজ্যপাল', দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে নয়া কর্মসূচি বোসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল হিসাবে রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার দুবছর পূর্তি হতে চলেছে সি ভি আনন্দ বোসের। আর তা উপলক্ষে 'আপনা ভারত-জাগতা বেঙ্গল' নামে এক কর্মসূচি নিয়েছেন তিনি। একমাস ব্যাপী চলবে এই নয়া কর্মসূচি।প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে রাজ্য সরকারের তেমন সুসম্পর্ক ছিল না। এর পর রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নেন সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর সঙ্গে প্রথম দিকে রাজ্যের সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল। একসময় রাজ্যপালকে বাংলা শেখানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হয়। তবে সম্প্রতি একের পর এক ইস্যুতে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার দ্বন্দ্বে জড়ায়। ক্ষমতায় আসার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে রাজ্যপালের একাধিক কর্মসূচি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।কালীপুজোর রাতে রাজ্যপালের তরফে ঢ হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি জারি করা হয়।ওই বিবৃতিতে নয়া কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মোট নটি বিষয়ের কথা লেখা রয়েছে। সেগুলি একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

১. ফাইল টু ফিল্ড: রাজ্যের মোট ২৫০টি জায়গা পরিদর্শন করবেন রাজ্যপাল।

২. দুয়ারে রাজ্যপাল: রাজ্য সরকারের অনুকরণে 'দুয়ারে রাজ্যপাল' কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আদিবাসী মানুষজন বসবাসকারী এলাকা যাবেন তিনি। বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রমেও যাবেন রাজ্যপাল।

৩. গভর্নর ইন ক্যাম্পাস: বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুল ক্যাম্পাসে যাবেন রাজ্যপাল। পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন।

৪. জন কি বাত: যে কেউ চাইলে সরাসরি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। রাজ্যপাল তাঁরা যা বলবেন, সেকথা শুনবেন।

৫. গভর্নরস গোল্ডেন গ্রুপ: যাঁরা সমাজের জন্য কিছু করতে চান, তাঁদের বিশেষ সুযোগের বন্দোবস্ত করে দেবেন রাজ্যপাল।

৬. গভর্নরস স্কলারশিপ স্কিম: দরিদ্র পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপের বন্দোবস্ত।

৭. গভর্নরস অ্যাওয়ার্ড স্কিম: সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে।

৮. গভর্নরস সিটিজেন কানেক্ট: বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন রাজ্যপাল।

৯. অভয়া প্লাস: নারীসুরক্ষায় আত্মরক্ষামূলক বিশেষ কোর্স।

১-ম পাতার পর

মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানির উপর হামলা!

ন্যাজাট থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। একই দিনে মিনাখাঁর বিধায়কের উপরেও হামলার ঘটনা ঘটল।স্থানীয় সূত্রে খবর, কালীপুজোর আমন্ত্রণে ঊষারানির সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল এবং অনুগামীরা। ফেরার পথে হাড়োয়া অটো স্ট্যান্ডের কাছে তাঁদের গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ইট। এর পর বিধায়ক এবং তাঁর স্বামীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। লাঠি দিয়ে ঊষারানির পায়ে মারা হয়। জখম হয়েছে তাঁর ডান পা। বিধায়কের অনুগামীদেরও মারধর করা হয়েছে। রাতেই হাড়োয়া থানায় এই ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ঊষারানি। খালেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি।ঊষারানি বলেন, "আমি রাতে কালীপুজোর নিমন্ত্রণ সেরে ফিরছিলাম। হাড়োয়া অটো স্ট্যান্ডে খালেক মোল্লা এবং তাঁর দলবল আমাদের ২৫ থেকে ৩০ জন ছেলের উপরে হামলা চালায়। আমাকে গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে নামানো হয়। বড় রড দিয়ে আমার পায়ে মারে। আমার পিছনে দলের কর্মীরা আসছিল। তাদেরও মারধর করা হয়েছে। কয়েক জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দলের উপরমহলের নেতৃত্বকে বিষয়টি জঙ্গামী মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "হাড়োয়া থানায় কালীপুজো উপলক্ষে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। বিধায়ক এবং আমি একটি গাড়িতে ছিলাম। আমাদের ছেলেরা পিছনে বাইকে আসছিল। ফেরার পথে খালেক মোল্লার নেতৃত্বে আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করা হয়। ওরা গাড়িতে ইট মারে, বিধায়ককে নামিয়ে তার পায়ে ব্যাটনের বাড়ি মারে। ১নিয়েছি।" ঊষারানির ০-১২ জন আহত হয়েছে। খালেক নিজে এ সব করেছে। সঙ্গে ওর লোকজনও ছিল।"

১-ম পাতার পর

সুন্দরবনে পালিয়েও বাঘের ভয়ে পুলিশের হাতে ধরা দিল নৃত্য শিক্ষক

পরগনার সুন্দরবনে। কিন্তু পুলিশের তাড়া খেয়ে শেষমেশ সুন্দরবন থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে আসে।

সম্প্রতি তার পরিচিত নাচের একটি দল সুন্দরবনের সজনেখালিতে পৌঁছে যায়। ওই টিমের সঙ্গে সজনেখালিতেও কয়েকদিন গিয়ে থাকে অলোক। পরে সে পুলিশকে জানায়, সুন্দরবনের বাঘের জঙ্গলের কাছে গ্রামে থাকার সময় একাধিকবার বাঘের হুঙ্কার শুনতে পেয়েছিল। সেই আতঙ্কে রাতে ঘুমোতেই পারত না। অলোক জানত, পুলিশ তাকে খুঁজছে। তাই ভেবেচিন্তে বাঘের থাবার চেয়ে পুলিশের হাতে দেওয়াই শ্রেয় বলে মেনে নেয় সে। শেষে পুলিশের তাড়া খেয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসে। গোপালনগর থেকে গ্রেপ্তার হয়। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের গোপালনগর থেকে গ্রেপ্তার করা হল অলোক ঘরামি ওরফে অলোক দে নামে ওই ব্যক্তিকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় কিশোর, কিশোরীদের নাচ শেখাত শিক্ষক অলোক। লেক এলাকার গোবিন্দপুর রোডের বাসিন্দা অলোক ওই অঞ্চলেরই একটি জায়গায় নাচ শেখানোর সময় দশ বছরের বালককে 'টার্গেট' করে। অভিযোগ, অলোক ওই নাবালক ছাত্রকে নিজের এক বান্ধবীর বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানেই তার যৌন নিগ্রহ করে। এখানে শেষ নয়। পরবর্তী সময়ে যৌন নিগ্রহের জন্য ওই ছাত্রকে অলোক বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়। একইসঙ্গে সে হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ।এসব ঘটনার জেরে বাড়িতে ফেরার পর থেকে আতঙ্কে ছিল ওই নাবালক। বেশ কিছুদিন ধরে ছেলের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখে মায়ের সন্দেহ হয়। তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করার পর ওই নাবালক ভেঙে পড়ে পুরো ঘটনাটি মাকে জানায়। তিনি দক্ষিণ কলকাতার লেক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পকসোয় মামলা দায়ের হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। কিন্তু বেগতিক বুঝে কলকাতা থেকে পালায় অলোক। বন্ধ করে দেয় মোবাইল। শুধু মাঝেমধ্যে মোবাইল থেকে টাকার লেনদেন করতে থাকে সে। অলোক তার কুকুর এক মহিলাকে রাখতে দেয়। সেই কারণে তাঁকে টাকা পাঠায় সে। ওই লেনদেনের সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে যে, সুন্দরবন এলাকায় পরিচিতদের বাড়িতে থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে। সুন্দরবন অঞ্চলে পৌঁছে যায় পুলিশ। কিন্তু এক বা দুদিনের বেশি কোথাও থাকেনি অলোক।

২ পাতার পর

বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ নন্দীকেশ্বরী

জানা গেছে তন্ত্রমতো এখানে পুজো হয় এবং যেহেতু বিপ্লবীরা এই পুজো করতেন সেজন্য সেই বন্দেমাতরম মন্ত্র এখনো সেই নিয়মই চলে আসছে।৮০ দশকের সাঁইথিয়া শহরের ব্যবসায়ীরা সতীপীঠ নন্দিকেশ্বরীর অনেক সংস্কার করে বর্তমান যে মন্দিরটি রয়েছে সেই মন্দিরটি গড়ে তুলেছেন। একটি বিশাল বড় বটগাছ ছাতার মতঘিরে রেখেছে মন্দিরের প্রাঙ্গণকে। এখানে দেবী মূর্তি বলতে গেলে আছে শুধুমাত্র একটি পাথর। পাথরের গায়ে রয়েছে দেবীর সোনালী তিনটি চোখ আর মাথায় রূপালি মুকুট। মায়ের মূর্তিটি কালো পাথরের কিন্তু বর্তমানে এর রং প্রায় লাল। কারণ ভক্তরা প্রার্থনার জন্য পাথরের গায়ে সিঁদুর দিয়ে থাকেন।তাই লাল।

প্রসঙ্গত, গা ছমছমে পরিবেশে কয়েকশো বছরের প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় বন্দেমাতরম মন্ত্রে এখনও পুজিত হন ভবানী পাঠকের কালী। একটা সময় ছিল যখন চারিদিকে জঙ্গল গা ছমছমে পরিবেশ খড়ের চালায় মায়ের মূর্তি প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায়। পিছনে রয়েছে প্রকাণ্ড এক জলাশয় নিচে ছিল সুরঙ্গ তার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রী নারায়ণের প্রয়াণে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শোক প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজসেবা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রী নারায়ণের প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শোক প্রকাশ করেছেন। হৃদয়স্পর্শী এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : "রাজনীতি ও সমাজসেবায় অমূল্য অবদান রাখা নারায়ণজির প্রয়াণ এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি বিজেপি-র সব থেকে পুরনো ও পরিশ্রমী কর্মীদের একজন ছিলেন, যাকে আমরা ভুলাই ভাই নামে জানতাম। জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শোকের এই প্রহরে আমি তাঁর অনুগামী ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। ওঁ শান্তি।"

কেন্দ্রের অনুদান পেতে মরিয়া রাজ্য! দ্রুত 'জিয়ো ট্যাগ' সম্পন্ন করার নির্দেশ নবান্নের

কাটাকাটি হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বুধবার দুপুরে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকেও উত্তেজনা দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় কুমারগঞ্জের একটি আদিবাসী পাড়ার চুয়াল্লিশটি পরিবারের এক জনেরও নাম ওঠেনি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার বেশির ভাগ পরিবারই দরিদ্র। নিজের ঘরটুকুও নেই অনেকের। বিজেপির অভিযোগ, শেষ লোকসভা এবং পঞ্চায়েত ভোটে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাদের দলের প্রতিনিধি থাকাতেই এই কাজ করেছে শাসকদল।

জেলা প্রশাসনকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বস্তুত, আবাস যোজনার তালিকা প্রস্তুত করা নিয়ে জেলায় জেলায় নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রের শর্তে নয়, আবাস যোজনায় বাড়ির জন্য আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে 'মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি' থাকতে হবে। নবান্নের তরফে জারি হয়েছে নতুন নির্দেশিকাও। সেখানে বলা হয়েছে, বাদ যাওয়া নামগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য তথ্যযাচাই হবে। কিন্তু তার মধ্যেও অভিযোগ অন্তহীন। শাসকদলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলছেন বিরোধীরা। শাসকদলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঘুরপথে আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে জেলায় জেলায়। তালিকায় নাম রাখতে সমীক্ষা চলাকালীন পাকা বাড়ি ছেড়ে অস্থায়ী ভাবে গোয়াল ঘরে বাস করারও অভিযোগ পর্যন্ত সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে বুধবার দুপুরে নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ভিডিয়ো কনফারেন্সে প্রতেয়ক জেলাশাসককে এ ব্যাপারে মানবিক ভিত্তিতে সার্ভে করার নির্দেশ দেন তিনি। আলাপন বলেন, "আবাস যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রের ৬০ শতাংশ অর্থ দেওয়ার কথা। দিল্লি সেই টাকা দেয়নি। তাই গরিব মানুষগুলোর স্বার্থে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাড়িগুলো তৈরির জন্য টাকা রাজ্যই দেবে। সেই কারণেই সমীক্ষা শুরু হয়েছে।" আলাপন আরও বলেন, "কেউ পাকাপাকি বাড়ি করে ফেলেছেন কি না, অন্যত্র চলে গিয়েছেন কি না তা দেখতেও এই সমীক্ষা। ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক মানুষের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সকল তালিকাভুক্ত মানুষ মাথা পিছু এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পাবেন। অহেতুক এই রি-সার্ভে নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই।"অন্য দিকে, বুধবারও দিকে দিকে বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। নানাবিধ ফন্দিফিকির করে সরকারি আবাসের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগের মধ্যে 'অন্য ছবি' দেখা গেল শুধু মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। সেখানে আবাস যোজনার তালিকায় নিজের নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূলের এক অঞ্চল সভাপতি। চোয়াপাড়ার কীর্তনিয়াপাড়ায় নিজের পাকাবাড়ি রয়েছে বলে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন মাসাদুল মণ্ডল।উপনির্বাচনের কারণে রাজ্যের পাঁচ জেলা বাদে সর্বত্র আবাস যোজনার চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষা শুরু হয়েছে। সমীক্ষার সময়ে তালিকায় নাম থাকা উপভোক্তাদের তাঁদের বর্তমান বাড়ির সামনে সশরীরে উপস্থিতি থাকা বাধ্যতামূলক। কারণ, উপভোক্তার ছবি, তাঁর বাড়ির ছবি নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে ভেবে রাজ্য জানিয়েছে, কর্মসূত্রে এখন যাঁরা বাইরে রয়েছেন, সমীক্ষার জন্য তাঁদের কোনও নিকট আত্মীয় উপস্থিত থাকলেই হবে। তবে দ্বিতীয় দফার ভেরিফিকেশনের সময়ে ওই পরিযায়ী শ্রমিককে উপস্থিত থাকতেই হবে। কিন্তু ওই সমীক্ষার শুরুতেই জায়গায় জায়গায় শুরু হয়েছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ। নেতা, বিধায়ক থেকে মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে জলঙ্গির তৃণমূল নেতা মাসদুল বলেন, "২০১৮ সালে আবাস যোজনায় তালিকায় আমার নাম রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমার পাকা বাড়ি রয়েছে। আমার আর বাড়ির প্রয়োজন নেই। তাই তালিকা থেকে নাম কেটে দিতে বলেছি। আমি চাই, আমার জায়গায় অন্য কেউ ঘর পাক।"যদিও স্থানীয় বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, ওই তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে অতীতে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তাই 'নাটক' করছেন তৃণমূল নেতা। সিপিএমের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, "তৃণমূল নেতারা ছোটখাটো কাটমানি নিয়ে এখন আর ভাবছেন না। অঞ্চল সভাপতিরা এখন লক্ষে নয় কোটিতে খেলছেন।"

তবে মাসদুলের কাজের প্রশংসাই করেছেন জয়েন্ট বিডিও। তিনি বলেন, "উনি এক জন দায়িত্বশীল নাগরিকের মতোই কর্তব্য পালন করেছেন।"প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সমতল এলাকার উপভোক্তার জন্য দু'দফায় মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পাহাড়, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বাসিন্দারা পান ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় রয়েছে, যে সমস্ত পরিবার পাকা ঘর এবং পাকা দেওয়ালের মধ্যে থাকে এবং দু'টির বেশি ঘর রয়েছে, সেই সব পরিবারের নাম প্রকল্প থেকে বাদ যাবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন গ্রামাঞ্চলে আবাস যোজনার বাড়ি বিলিতে রাজ্য হবে 'মানবিক'। কোনও ভাবেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সুবিধা থেকে গরিব মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না। মঙ্গলবার নবান্নে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী ওই নির্দেশ দেন। ঘূর্ণিঝড় 'ডেনা'য় ক্ষয়ক্ষতি প্রসঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, সকল ক্ষতিগ্রস্তের পাশে থাকতে হবে। বাড়ির জন্য অর্থ বিলির সময় যেন মানবিক ভাবে বিচার করা হয়।যার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, "আবাস যোজনার তালিকা ভুলে ভরা। ১৭টি দল পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে দেখা গিয়েছে, অযোগ্যরা আবাসের টাকা পেয়েছেন, যোগ্যরা পাননি।"প্রশাসনিক সূত্র মারফত খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানভুক্ত যে কোনো পরিকাঠামো কিংবা প্রকল্পে জিয়ো-ট্যাগ বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, সরকারি অর্থে পরিকাঠামো তৈরি হলে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ নির্দিষ্ট করে সরকারি ওয়েবসাইটে তার প্রমাণ আপলোড করা বাধ্যতামূলক। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাজ্যের সেই কাজ অনেকটা বাকি ছিল।

এপ্রসঙ্গে এক জেলা-কর্তা জানিয়েছেন, প্রায় এক বছর ধরে এই প্রকল্পে কেন্দ্রের বরাদ্দ অনিয়মিত। তাই এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের এই নির্দেশ থেকে একথা স্পষ্ট জিয়ো-ট্যাগের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রের ভাগের টাকা পাওয়া মুশকিল। মূলত এক্ষেত্রে আবাস যোজনা আর একশো দিনের কাজের পরিণতি দেখে ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য। সরকারের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, 'প্রকল্পের যাবতীয় শর্ত মানা হচ্ছে। জিয়ো-ট্যাগের কাজও চলছে দ্রুত। নজরও রাখা হচ্ছে।'

'আলোর সাথে নিশীথ রাতে', শ্যামাসঙ্গীত লিখলেন মমতা, প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর ১৫০তম গান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আলোর সাথে নিশীথ রাতে/মা এসেছেন ঘরে /বরণ করো বরণ করো /বরণ করো তাঁরে/মা তুমি মা, মা তুমি মা।' শুধু মন্ত্রোচ্চারণেই নয়, সুরে সুরে কালীবন্দনা। কালীপুজোর দিনেই প্রকাশ্যে এল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে শ্যামাসঙ্গীত। গেয়েছেন রাজ্যের আর এক মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন।

তাই তাঁর কথা ও সুরের মালা গাঁথাও চলে নিরন্তর। তথ্য বলছে, সেই ধারা বয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরারোপিত গানের সংখ্যা এই মুহূর্তে ১৩০। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প কথায় ও সুরে বাঁধতেও তিনি নিরলস, তার বিচিত্র সব ভাবনা কথার মালায় গাঁথা এবং সেই কথামালায় সুরযোজনা নিত্যই করে চলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই সৃজনে এবার জুড়ল নয়া পালক। মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে গানের সংখ্যা ছুঁল দেড়শোর মাইলফলক। নিখাদ শ্যামা মায়ের বন্দনায় তাঁর কথা-সুরের এমন মেলবন্ধনও কার্যত এই প্রথম। সেই নিরিখে দেড়শোতম সৃজনে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ও সুরে চমকও বটে এই শ্যামাসঙ্গীত। প্রকাশ হতে যেটুকু দেরি, মণ্ডপে মণ্ডপে রীতিমতো জনপ্রিয় 'আলোর সাথে নিশীথ রাতে'। সোশাল মিডিয়াতেও শেয়ার হয়ে চলেছে লাগাতার। সংখ্যাও অন্তত ২০। সব মিলিয়ে তাঁর সৃজন দেড়শোর মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলার লগ্নেই জনতার মন কাড়ল মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে শ্যামাসঙ্গীত। সাবেক শ্যামাসঙ্গীতের ট্রাডিশনে এ এক অন্য মাত্রার সংযোজন, বলছে সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধ মহল। কথা যেমন সরল, তেমনই সহজ সুরের চলন। যার নিট

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৯৪ সংখ্যা ০২ নভেম্বর, ২০২৪ শনিবার ১৬ কার্ত্তিক, ১৪৩১

৩ পাতার পর

আলোর সাথে নিশীথ রাতে, শ্যামাসঙ্গীত লিখলেন মমতা, প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর ১৫০তম গান

ফল, অমাবস্যার রাত বাড়তেই মণ্ডপে মণ্ডপে পুজোর ব্যস্ততার মাঝেও অনিবার্য সেই শ্যামাসঙ্গীতেরই আবহ, 'সবাই যখন নিশীথ রাতে/ গভীর ঘুমের ঘোরে/ আলোর দেবী আলো নিয়ে এসো/ দাও নতুন করে/ জাগো মাগো জাগো'।জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরারোপিত গানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩০। আর এই আবহে শ্যামাসঙ্গীত এর মাধ্যমে দর্শকদের নজর কাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই লেখা গানে স্বর দিলেন বিশিষ্ট শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। কথা যেমন সরল, তেমনই সহজ সুরের চলন। এই গানে দর্শকদের মনে এতটাই জায়গা করে নিয়েছে যে, অমাবস্যার রাত বাড়তে না বাড়তই মণ্ডপে মণ্ডপে পুজোর ব্যস্ততার মাঝেও বারংবার বেজেই চলেছে এই শ্যামাসঙ্গীত।

এদিকে গতকাল ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে কালীপুজো। ধুমধাম করে মহা সমারোহে নিজের হাতে তিনি কালী বন্দনা করে থাকেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজোয় দলের নেতা-কর্মী উপস্থিত থাকার পাশাপাশি এসেছিলেন গ্ল্যামার জগতের অনেকেই। অভিনেত্রী সুদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, পূজারিণী ঘোষ এসেছিলেন। এছাড়া ছিলেন তারকা সাংসদ জুন মালিয়া। বিকেলের দিকে কালীঘাটের বাড়িতে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও।

সম্পাদকীয়

CBI-এর চার্জশিট নিয়ে মারাত্মক প্রশ্ন তুলে দিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা

আরজি কর-কাণ্ডের ৮৩ দিন পার। এখন অধরা বিচার। এই পরিস্থিতিতে ফের CBI-এর চার্জশিট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। চার্জশিট ধরে ধরে যে যে জিনিসের উল্লেখ নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জুনিয়র ডাক্তাররা।তাঁদের আরও বক্তব্য, অভয়ার ধর্ষণ-খুন, প্রমাণ লোপাট ও তার সঙ্গে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির মামলা দু'টি শিয়ালদা কোর্টে বিচারাধীন আমরা জানি। অথচ এই মামলা চলার পর্যায়ে সিবিআই একাধিকবার অভিযুক্তেদর আদালেত হাজির করায়নি। একাধিকবার সিবিআই এর আইনজীবী সময়ে আদালেত উপস্থিত হননি। এমনকী এও জানা যাচ্ছে যে, দুর্নীতির মামলাটিতে সন্দীপ ঘোষ এবং অন্য অভিযুক্তদের জেরা করার প্রক্রিয়াও এগোয়নি। গত ২১ অক্টোবেরর শুনানিতেও সিবিআই অভিযুক্তদের আদালেত পেশ করেনি। স্বাভাবিকভাবে এর ফলে মামলাগুলি দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অভিযুক্তদের জামিন পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। আমরা প্রশ্ন তুলছি, সিবিআইয়ের এই ধরনের দায়সারা পদক্ষেপ কেন ? দোষীদের চিহ্নিতকরণ ও দ্রুত বিচারের প্রক্রিয়াতে দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থার এহেন ভূমিকা আমোদর উদ্বিগ্ন করেছ।জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে দেবাশিস হালদার সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি বলেন, "সৎকারের কাজে পুলিশের এত দ্রুততার কারণ কী ?কে নির্দেশ দিয়েছিল ? কার নির্দেশে মৃতদেহ সৎকারের সময় বাড়ির লোকেদের সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি ? চার্জশিট অনুযায়ী, সঞ্জয় রায় ভোর ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ আরজি কর হাসপাতালে ঢোকে। তারপর ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ে যায় ৩টে ৩৪ মিনিটে। বেরিয়ে আসে ৩টে ৩৬ মিনিটে। এরপর এমার্জেন্স বিল্ডিংয়ের ফোর্থ ফ্লোরে সে যায়। সময় দেওয়া নেই। ৪টে ৩ মিনিটে থার্ড ফ্লোরে চেস্ট মেডিসির ওয়ার্ডের সিসি টিভিতে তাকে দেখা যায়। এর মাঝে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় সে কি ফোর্থ ফ্লোরে ছিল ? ফোর্থ ফ্লোরে সে ঠিক কী করছিল ? সঞ্জয় রায়ের শরীরে আঘাতের চিহ্নগুলো নির্যাতিতার প্রতিরোধের কারণেই হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্যাতিতার নখের যে নমুনা নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষার জন্য, তাতে কি সঞ্জয় রায়ের টিস্যু পাওয়া গিয়েছে ? উল্লেখ নেই চার্জশিটে। কেন ? সঞ্জয় রায়ের ব্লুটুথ এয়ারফোনের উপর ভিত্তি করে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। চার্জশিটে চেস্ট মেডিসিন সিসি টিভিতে সঞ্জয় রায়ের গতিবিধির বর্ণনা দেওয়া আছে। ৪টে ৩ মিনিট নাগাদ গলায় ব্লুটুথ এয়ারফোন গলায় সঞ্জয় ক্যামেরার ডান দিক থেকে ওয়ার্ডের দিকে যায়। ৪টে ৩২-এ সে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যায়।তখন তার গলায় এয়ারফোন ছিল না। এরমধ্যে একবার ৪টে ৩১ মিনিটে ওয়ার্ড থেকে তাকে ক্যামেরার দিকে যেতে দেখা যায়। আবার সে ওয়ার্ডে ফিরে যায়। লক্ষণীয়ভাবে, এই সময় তার গলায় এয়ারফোন ছিল কি ছিল না, চার্জশিটে তার উল্লেখ নেই। কেন ? সাদা গাঢ় তরলের উল্লেখ কেন নেই চার্জশিটে তার জবাব আমরা চাই।"

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চলে যাচ্ছ কেন?"সে বলল, "আমি তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ঘরে অলক্ষ্মী এনেছো থাকতে আর দিলে কই?"রাজা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় দেখেন আরও এক সুন্দরী নারী বেরিয়ে যাচ্ছে, রাজা তাড়াতাড়ি তার পথ আগলে বললেন "তুমি কে মা?চলে যাচ্ছ কেন?"সে বলে, "আমি যশলক্ষ্মী তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি।" এই ভাবে একে একে রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী আর যশলক্ষ্মী তিনজনে রাজাকে ছেড়ে চলে গেলেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের নিয়ে শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হলেন। শ্রাদ্ধের ক্রিয়া কর্মাদি মিটে গেলে কালীপ্রসাদ দত্ত ব্রাহ্মণদের সম্মানার্থে ২৫০০০/- টাকা বিদায় স্বরূপ সন্তোষ রায়ের হাতে দিলেন।

সন্তোষ রায় তখন ব্রাহ্মণদের বললেন, " দেখুন, আমরা যদি এই টাকা নিই তাহলে লোকে বলবে যে আমরা টাকার লোভে এক সমাজ পতিত ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলাম। এই অপবাদের ভাগীদার হওয়ার চেয়ে এই টাকা ধর্ম কাজে ব্যয় করলে কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না।" সন্তোষ রায়ের যুক্তিযুক্ত কথাকে সবাই একবাক্যে সমর্থন করল।

সেই সময় কালীঘাট মন্দিরে ভক্তসমাগম অনেক বেড়ে গিয়েছে কিন্তু মন্দিরের ভগ্নদশা। মন্দিরের নব নির্মান দরকার। সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদের সাথে নিয়ে কালীপ্রসাদ দত্তের দানকৃত টাকায় কালীর মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নতুন মন্দির নির্মাণের আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামনাম রায় এবং ভাইপো রাজীবলোচন রায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। বর্তমান এই মন্দিরটি নব্বই ফুট উঁচু। এটি নির্মাণ করতে আট বছর সময় লেগেছিল এবং খরচ হয়েছিল

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

গুজরাটের কেভাড়িয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি

বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। আধারের মাধ্যমে এক দেশ এক পরিচিতি, জিএসটি-র মতো উদ্যোগ, জাতীয় রেশন কার্ড-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের সমস্ত রাজ্যকে এক সুসংহত ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে যা 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ভাবধারাকে শক্তিশালী করছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এখন আমরা 'এক দেশ, এক নির্বাচন', 'এক দেশ, এক দিওয়ানি বিধি' তথা ধর্মনিরপেক্ষ দিওয়ানি বিধির লক্ষ্যে কাজ করছি। বিগত ১০ বছরে তাঁর সরকারের প্রশাসনিক বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে এই প্রথম কোনো মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় সংবিধানের নামে শপথ নিয়েছেন। জাতীয় সুরক্ষা এবং সামাজিক ঐক্য রক্ষায় আরও বিভিন্ন উদ্যোগের কথা প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সমাধানে অগ্রগতি হয়েছে। সেইসঙ্গে, ৫০ বছর ধরে আসামে যে সংঘর্ষের বাতাবরণ ছিল তা বড়ো চুক্তির মাধ্যমে কিভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, তাও শ্রী মোদী তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রু-রিয়াং চুক্তি বিভিন্ন স্থানে চলে যাওয়া হাজার হাজার মানুষকে তাঁদের স্বগৃহে ফিরিয়ে এনেছে। নকশালবাদ নির্মূলে সরকারি সাফল্যের কথাও তিনি তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আজকের ভারতের একটি দিশা, লক্ষ্য ও সঙ্কল্প রয়েছে। আজকের ভারত অনেক শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সংবেদনশীল ও সচেতন যা নম্র হয়েও উন্নয়নের পথের শরিক। আজকের ভারত সক্ষমতা ও শান্তি দুইয়েরই গুরুত্ব বোঝে। বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার মাঝেও ভারতের দ্রুত অগ্রগতির প্রশংসা করেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে নিজের অখণ্ড শক্তি রক্ষা করার পাশাপাশি শান্তির দিশারী হিসেবে ভারত তার জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে অস্থিরতার মাঝেও ভারত বিশ্ববন্ধু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, কিছু বিরুদ্ধ শক্তি ভারতের অগ্রগতিকে বিঘ্নিত করতে চাইছে, যাতে ভারতের আর্থিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং বিভাজন গড়ে ওঠে। তিনি এই বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলিকে চিনে নিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান, সেইসঙ্গে দেশের ঐক্যকে সুরক্ষিত রাখার কথাও বলেন।

সর্দার প্যাটেলকে স্মরণ করে শ্রী মোদী তাঁর ভাষণ শেষে দেশকে ঐক্যের পথে দায়বদ্ধ থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারত এক বৈচির্ত্যের দেশ এবং বৈচির্ত্যের উদযাপনের মধ্যেই ঐক্য সুসংহত হতে পারে। আগামী ২৫ বছর এই ঐক্য রক্ষার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে মন্তব্য করেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমাদের ঐক্যকে আমরা কখনই বিঘ্নিত হতে দেব না। দ্রুত আর্থিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া, সামাজিক ঐক্য এবং প্রকৃত সামাজিক ন্যায়বিচার, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের স্বার্থেও এই একতা খুবই জরুরি। শ্রী মোদী সমগ্র দেশবাসীকে সামাজিক ঐক্য, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ঐক্য রক্ষার দায়বদ্ধতার পথে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

কালীঘাটে নিজের বাড়ির কালী পূজার তদারকি মমতা ব্যানর্জির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই সময়টা নিজের জন্যই রাখেন তিনি। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হয়েও ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে একটু সময় বের করে এবছরও দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে নিজের বাড়িতে কালীপূজা সারলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এবারে ৪৬ বছরে পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পূজা। কালীঘাটের বাড়িতে দলীয় কার্যালয়ের পাশেই আয়োজন করা হয় এই পূজা। পূজা উপলক্ষ্যে নানা রঙের আলোকমালায় সেজে ওঠে গোটা বাড়ি। ১৯৭৮ সালে প্রথমবার কালী পূজা হয় মমতা ব্যানার্জীর হরিশ চ্যাটার্জির বাড়িতে। সেই থেকে হয়ে আসছে শক্তির আরাধনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই পূজা শুরু হয়। চলে গভীর রাত পর্যন্ত। সনাতনী মতে পুরোহিত দিয়ে সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই পূজার কাজ সম্পন্ন হয়। সকলকে সাথে নিয়ে আরতি, অঞ্জলি দেন মমতা। প্রতিবারের মতো এবারও মায়ের জন্য খিচুরি ভোগ নিজে হাতে তৈরি করেন তিনি। পূজার প্রস্তুতিও সবকিছুই মমতা নিজেই তদারকি করেন।

ভারত-চীন সীমান্তে সেনাদের মিষ্টি বিতরণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত ও চীন সীমান্তরক্ষীরা দীপাবলি উপলক্ষে নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেছেন। বৃহস্পতিবার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার (এলএসি) পাঁচটি পয়েন্টে এই মিষ্টি বিতরণ করা হয়। পূর্ব লাদাখের ডেপস্যাং ও ডেমচকে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী মুখোমুখি অবস্থান থেকে সরে আসার একদিন পর এই মিষ্টি বিতরণ করা হলো।

স্যাটেলাইটের ছবিতে সেনা সদস্য সরানোর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এনডিটিভি আজ সেই ছবি প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ডেপস্যাংয়ের এক স্থানে ১১ অক্টোবর চীনা বাহিনীর যে অবস্থান ছিল, ২৫ অক্টোবর তা নেই। অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী

চীনা বাহিনী তা সরিয়ে নিয়েছে।

এর আগে, গত ২১ অক্টোবর দুই দেশ পূর্ব লাদাখের বিভিন্ন এলাকায় সেনা অবস্থান নিয়ে চুক্তির কথা ঘোষণা করে। ভারত ওই বোঝাপড়াকে 'চুক্তি' বললেও চীন অবশ্য তা 'গুরুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া' বলে অভিহিত করেছিল। তখনই বলা হয়েছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে ডেপস্যাং ও ডেমচকে সেনাবাহিনীর 'ডিসএনগেজমেন্ট' বা বিচ্ছিন্নকরণ হয়ে যাবে।

সূত্র অনুযায়ী, এটা হলো দুই দেশের বাহিনীর ২০২০ সালের পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া। চার বছর ধরে ভারত এই কথাই বারবার বলে এসেছে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলএসি) চার বছর আগের স্থিতাবস্থায় না যেতে পারলে দুই দেশের সম্পর্ক আগের মতো স্বাভাবিক হবে না।

ভারতের সেনা সূত্র জানিয়েছে, সেনা সদস্যদের সরানো হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের কাজ দুই পক্ষই চালিয়ে যাচ্ছে। সেই বিষয়ে নিশ্চিত হলেই দুই বাহিনী টহল দেওয়া শুরু করবে। দুই দেশের সেনা কমান্ডাররা টহলদারির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সিনেমার খবর

cinema TV

এআই দিয়ে গান তৈরি নিয়ে যা বললেন এ আর রহমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির দুনিয়ায় সবকিছুই সম্ভব। সেই প্রভাব পড়েছে গানেও। প্রযুক্তির ব্যবহারকে সাধুবাদ জানালেও তা কখনোই শিল্পী ও তার সৃজনশীলতার বিকল্প হতে পারে না। এমনটাই জানালেন বিশিষ্ট সুরকার এআর রহমান। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এআই-এর প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাকে। সেখানে এ শিল্পী বলেন, 'গানে মাস্টারিংয়ের জন্য এআই ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু একটা সুর তৈরি করা খুব সহজ কাজ নয়। সেটা বানাতে গেলে একজন মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও দার্শনিক ভাবনার প্রয়োজন।'

তিনি মনে করিয়ে দেন, ভবিষ্যতেও গিটার হাতে মঞ্চে উঠে শিল্পীরা গান গাইবেন। ডিজিটালাইজেশনের যুগে আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও, আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ভালো ভাবে বোঝার জন্য আরও বেশি করে তার (এআই) মূল্য দেওয়া প্রয়োজন। বিশিষ্ট সুরকার আরো বলেন, 'এআই একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। এটা স্টার্টিং টুল হিসেবে ভাল। অনেক মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে এর সাহায্য নেয়। আমিও পোস্টার তৈরির জন্য এআই ব্যবহার করি। এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে, এআই যা করবে সবটাই সুন্দর। অনেক সময় খুব বাজেও হয়। তখন ফটোশপ এআই-এর কম্বিনেশন আমি ব্যবহার করি।'

এরপরই রহমানকে অন্য একটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। জানতে চাওয়া হয় কোনো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে তিনি খুশি হবেন? জবাবে একটুও না ভেবে মণিরত্নমের কথা বলে। রহমানের ভাষ্য, 'আমার মনে হয় কারও উপর যত ভরসা রাখবেন, ততই নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার ইচ্ছা বাড়বে।'

প্রশ্ন করা হয় অন্য পরিচালকদের সঙ্গে মণিরত্নমের পার্থক্য কী? জবাবে রহমান জানিয়েছেন, 'মণিরত্নম একেবারেই আলাদা। উনি অন্যান্য পরিচালকদের মতো নন। প্রথমেই বলে দেন, আমাকে কিছু একটা বানিয়ে দাও। এরপর ভেবে ভেবে নিজের উপর রীতিমতো নির্যাতনের পরই ফাইনাল কিছু বেরিয়ে আসে।'

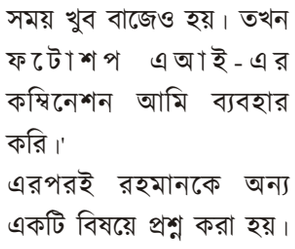

'ভুল ভুলাইয়া ৩'-এ থাকছেন অক্ষয়, যা জানালেন পরিচালক

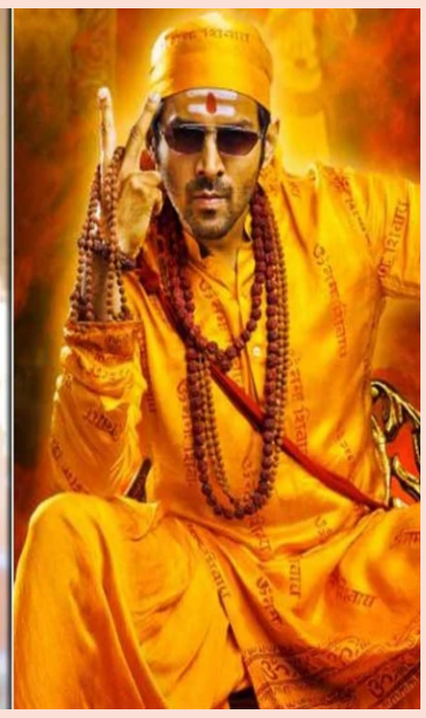

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আসছে বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা 'ভুল ভুলাইয়া' এর তৃতীয় কিস্তি 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি'। যে চলচ্চিত্রে 'ভুল ভুলাইয়া ২' এর মতই লিড চরিত্রে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান। তবে এই চলচ্চিত্রটি মূলত যার কারণে এতোটা সুনাম কামিয়েছে সেই অক্ষয় কুমারকে আর দেখা যায়নি প্রথম পর্বের পর থেকে। এ নিয়ে ভক্তদের মাঝে ক্ষোভও কম নয়। এমনকি 'ভুল ভুলাইয়া টু'-তে মুখ্য ভূমিকায় কার্তিক আরিয়ানের নাম শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন সিনেপ্রেমীরা। অনেকে সোজাসুজি বলেই দিয়েছিলেন, অক্ষয় কুমারকে বাদ দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু কেন অক্ষয় কুমারের জায়গায় কার্তিক আরিয়ান? ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে সিনেমার পরিচালক আনিস বাজমি এ বিষয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এ সিনেমার সিক্যুয়েলে থাকতে পারেননি অক্ষয় কুমার। আমি বা প্রযোজক তাকে জোর করতে চাইনি। তিনি দুর্দান্ত অভিনেতা। 'ভুল ভুলাইয়া টু'-তে তিনি থাকলে অসাধারণ কাজ করতেন।'

'ভুল ভুলাইয়া টু'-এর টিজারের ব্যাপক প্রশংসা হয়। কিন্তু দর্শক এবং বি-টাউনের অনেকেই ভেবেছিলেন, টিজার যেমনই হোক ছবি হিট হবে না। এ প্রসঙ্গে আনিসের বক্তব্য, 'ভুল ভুলাইয়া টু মুক্তির সময় অনেক রকমের বাধা এসেছে। টিজার সকলেরই পছন্দ হয়।'

তারপর বলেন, 'কিন্তু একটা ধারণা তৈরি হয় যে, টিজার ভাল হলেও ছবি হিট হবে না। ট্রেলার মুক্তি পাওয়ার পরেও অনেকে আমায় বলেছিলেন, অসাধারণ হয়েছে। কিন্তু ছবিটা ভাল চলবে না।'

'ভুল ভুলাইয়া' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কি অক্ষয়কে আর দেখা যাবে, অন্তত ক্যামিও রোলে? এমন প্রশ্নের জবাবে আনিসের ভাষ্য, 'অক্ষয় কুমারের কাছে যখন খুশি যেতে পারি। একবারও ভাবার দরকার নেই। মনে হয়, অক্ষয়ের উপর আমার একটা অধিকার আছে। কোনও চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তাকে অনুরোধ করতেই পারি। খুব কম মানুষের সঙ্গেই আমার এমন সম্পর্ক আছে। মানানসই কোনও চরিত্র বা ক্যামিও থাকলে অক্ষয় অবশ্যই করবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

শেষে আনিশ বলেন, অক্ষয় খুব ভাল মানুষ। কয়েকদিন আগে তার সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার সাফল্যে তিনি সব সময় খুশি হন।

সুখবর দিলেন দেব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এ বছর দুর্গাপূজায় মুক্তি পেয়েছে দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস প্রযোজিত ছবি 'টেক্কা'। এখনও রমরমিয়ে চলছে সেই ছবি। ছবি মুক্তির পর সম্প্রতি বান্ধবী রুক্মিণী মৈত্রকে নিয়ে বিদেশ থেকে ঘুরে এলেন দেব।

এদিকে টালিগঞ্জ ছেড়ে মুম্বাইতে পাড়ি দিলেন অভিনেতা দেব। এবার কি তবে হিন্দি ছবিতে পা রাখলেন বাংলার সুপারস্টার? শুটিংয়ের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেই এই সুখবর ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে ভাগ করে নিয়েছেন।

মেকআপ ভ্যান থেকে একটি ছবি পোস্ট করে দেব লিখেছেন, 'হ্যালো মুম্বই।' ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দেবের সঙ্গে রয়েছেন তার টিমের সদস্যরা। অর্থাৎ মুম্বাইতে যে নতুন কাজ শুরু করলেন তা এক প্রকার পরিষ্কার।

কিন্তু বিটাউনে কী কাজ করতে চলেছেন? তাও খোলাসা করেছেন দেব নিজেই। একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনের শুটিং করতেই মুম্বাইতে হাজির হয়েছেন দেব। তবে শুধুই কি বিজ্ঞাপনের শুটিং, নাকি ছবির জন্যও এবার বলিউডে পথ চলা শুরু করবেন?

ইতোমধ্যেই রুক্মিণী মৈত্র বলিউডে প্রথম কাজ করে ফেলেছেন। তাহলে কি এবার দেবের পালা? যদিও ঘটনাচক্রে মায়ানগরীতে নিজের ছোটবেলা কাটিয়েছেন দেব।

বলিউডের ক্যান্টিনে কাজ করতেন গুরুপদ অধিকারী, তাই সেইভাবে দেখতে গেলে বলিপাড়া তার কাছে নতুন নয়। তবে কি টলিউডের পাশাপাশি এবার বলিউডেও তিনি কাজ করবেন? সময়ই বলে দেবে সেই উত্তর। আপাতত বিজ্ঞাপনের শুটিং নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত অভিনেতা।

৩৩ বছরের দাম্পত্য জীবন নিয়ে যা বললেন শাহরুখ-গৌরী

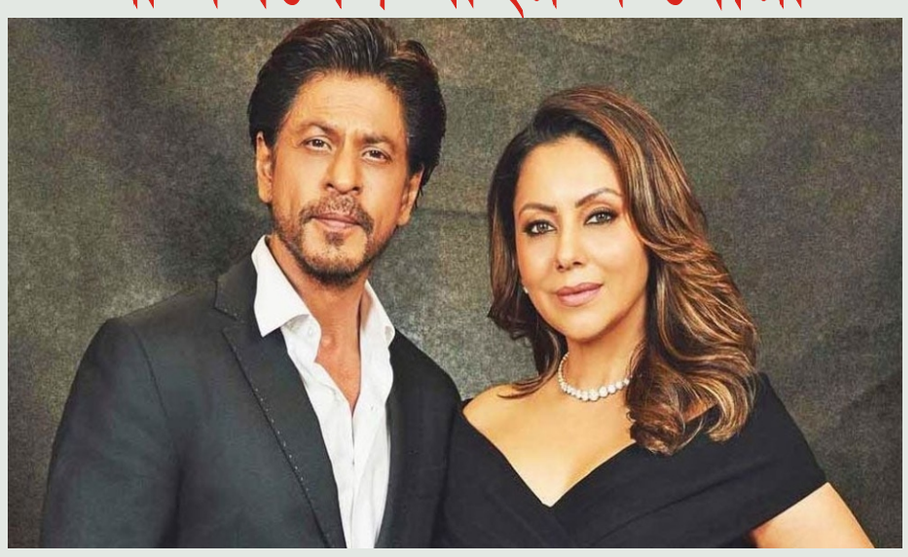

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ৩৩ বছর একসঙ্গে কাটিয়ে ফেলেছেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান ও গৌরী খান। এখন তারা তিন সন্তানের বাবা-মা। আরিয়ান, সুহানা ও আব্রাম সংসারে আসার পরে বদলে গিয়েছে জীবনের মানে। 'কফি উইথ কর্ণ' অনুষ্ঠানে এমনই জানিয়েছিলেন শাহরুখ। তবে তিনি কখনো ভাবেননি, গৌরীর মধ্যে একজন ভাল মা হয়ে ওঠার গুণ রয়েছে। বরং শাহরুখের ধারণা ছিল, সন্তানদের সঙ্গে খুব একটা বনিবনা হবে না গৌরীর।

শাহরুখ বলেছিলেন, আমি কখনো ভাবিনি, গৌরী এত ভাল একজন মা হয়ে উঠবে। সন্তানদের সঙ্গে ওর সহজে বনিবনা হয় না। ওকে বাচ্চাদের খুব একটা আহ্লাদ দিতেও দেখিনি কখনো। মেয়েরা সাধারণত বাচ্চাদের দেখলে খুব আদর করে। ও কিন্তু তেমন একেবারেই না। তাই আমি অবাক হয়েছিলাম, কীভাবে গৌরী মা হিসাবে এমন অসাধারণ হয়ে উঠল।"

গৌরী সাদামাঠা মধ্যবিত্ত জীবনযাপন পছন্দ করেন, জানিয়েছিলেন শাহরুখ। যে সংসারে বাবা তার মতো, সেখানে ঠিক গৌরীর মতোই একজন মায়ের দরকার। গৌরী নাকি বুদ্ধি, বিবেচনা দিয়ে সবটা সামলে রাখেন।

তবে শুধু মা হিসাবে নয়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শাহরুখের পাশে থেকেছেন গৌরী। তাই ৩৩ বছর কাটিয়েও প্রেমে কোনো ঘাটতি হয়নি। শাহরুখ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমার মনে হয়, গৌরীই সবটা সামলে রেখেছে। আমি বহু ভুল করেছি। বহু খারাপ কাজ করেছি। কিন্তু কোথাও গিয়ে গৌরী নীরব থেকে আমাকে সামলেছে। শাহরুখের মতে, গৌরীই তাঁকে মাটির মানুষ হতে শিখিয়েছেন।

১৯৯৭ সালে প্রথম সন্তান আরিয়ানের জন্ম। আরিয়ানের জন্মের সময় অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখও। অভিনেতা বলেন, আমি ভেবেছিলাম গৌরী বোধহয় বাঁচবে না। সেই সময় সন্তানের কথা মাথা থেকে বেরিয়েই গিয়েছিল। সন্তানকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনেই হয়নি। গৌরী ঠকঠক করে কাঁপছিল। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এই ভাবে কারও মৃত্যু হয় না, জানি। কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শাহরুখ মনে করেন, আরিয়ানকে তার ও গৌরী দু'জনের মতোই দেখতে হয়েছে। আরিয়ান নামটা মহিলাদের পছন্দ হতে পারে বলেই ছেলের এমন নামকরণ করেন বলেও জানান শাহরুখ। খুব শীঘ্রই আরিয়ানের প্রথম পরিচালিত কাজ 'স্টারডম' প্রকাশ্যে আসতে চলেছে।

আমার কারণে অর্জুনের জীবন নষ্ট হয়নি : মালাইকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলতেই পছন্দ করেন মালাইকা আরোরা। গত কয়েক বছর ধরে তাকে নানা কারণে ট্রোল করা হয়েছে। তার হাঁটার ধরন এমনকি আরবাজ খানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে নানা সময় নানা কথা উঠেছে। এছাড়া, বয়সে অনেকটাই ছোট অর্জুন কাপুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়েও সমালোচনায় বিদ্ধ করা হয়েছে তাকে। যদিও মালাইকা হাসতে হাসতেই একবার দাবি করেছিলেনু তিনি কোনো স্কুলের বাচ্চার সঙ্গে প্রেম করেন না, এই নিয়ে এত কথা হওয়ার কিছু নেই।

নিজের চেয়ে ১২ বছরের ছোট অর্জুনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন মালাইকা। এক ছাদের নিচেও দীর্ঘদিন থেকেছেন তারা। অনেকের দাবি, অর্জুনের জীবন নষ্ট করছেন মালাইকা। যদিও, তাদের সম্পর্কে নাকি ফাঁটল ধরেছে এমন গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে।

তবে, নিজের প্রেম জীবন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মালাইকা জানান, তিনি অর্জুনের জীবন নষ্ট করেননি তিনি।

একবার নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে মালাইকা বলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমি কেবল এক বৃদ্ধা নই, আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একজন যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছি। এটা আমার সাহস, তাই না বলুন। আপনাদের মনে হতে পারে, আমি ওর জীবন নষ্ট করছি, তাই না? কিন্তু এমনটা তো নয়, আমি কি এক স্কুল ছাত্রের সঙ্গে প্রেম করছি? আর সে আমার কারণে স্কুল মিস করছে? তার লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে আমার কারণে?

তিনি বলেন, অর্জুন প্রাপ্তবয়স্ক। আমরা দু'জনেই অ্যাডাল্ট। নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারি। যদি কোনো বয়সে বড় মানুষ একজন অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেন, তখন তিনি খেলোয়াড়। কিন্তু উল্টোটা ঘটলেই সবাই বলতে থাকেন যে, বিশেষ চাহিদার কারণে নারীটি এমন করেছেন।

ক্ল্যাসিকোয় এমবাপের
অন্যরকম রেকর্ড

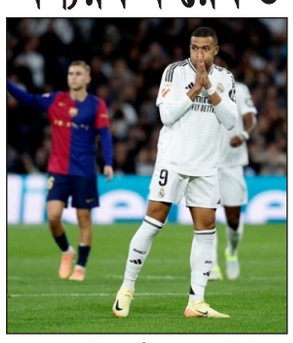

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মর্যাদার লড়াইয়ে তার কাছ থেকে সেরাটা আশা করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে পুত্যাশার ছিটেফোঁটাও পূরণ করতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। উল্টো গড়েছেন অনাকাঙ্ক্ষিত এক রেকর্ড।

লা লিগা মৌসুমের প্রথম ক্লাসিকোয় ঘরের মাঠে ৪-০ গোলে হতাশার হারের ম্যাচে দারুণ সব সুযোগ নষ্ট করেছেন এমবাপে। দুইবার জালে বল পাঠিয়ে উদযাপন করেও তা পূর্ণতা পায়নি অফসাইডের ফাঁদে পড়ায়। কেবল এই দুবার নয়, বার বার তিনি পড়েছেন একই ফাঁদে।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই ফরাসি তারকা অফসাইডে পড়েন ছয়বার। পুরো ক্যারিয়ারেই এক ম্যাচে এতবার অফসাইডের ফাঁদে পড়েননি তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুইবার অফসাইড হয়ে বেড়ে যায় তার হতাশার ব্যক্তিগত রেকর্ড।

সব মিলিয়ে এক ম্যাচে আটবার অফসাইড, বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট, গোল না পাওয়া এবং অবশেষে দলের বিশাল ব্যবধানে হার- সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম ক্লাসিকো ভুলে যেতে চাইবেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড।

বার্সেলোনার 'হাই লাইন' রক্ষণ কৌশলে বার বার আটকা পড়েছে রিয়াল। ম্যাচে মোট ১২ বার অফসাইডের ফাঁদে পড়েছে স্বাগতিকরা। এর মধ্যে আটবার একাই হয়েছেন এমবাপে। লা লিগায় গত ১৫ মৌসুমে এক ম্যাচে কোনো ফুটবলারের যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি অফসাইড হওয়ার নজির এটি।

ম্যাচের পর এমবাপের পারফরম্যান্সে হতাশা প্রকাশ করেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও।

"তার (এমবাপের) পজিশন নিয়ে আমরা একটু ঝুঁকিই নিয়েছিলাম। জানতাম যে তারা (বার্সেলোনা) 'হাই লাইন' রক্ষণ সাজিয়ে খেলছে, কিন্তু বারবার সামান্য একটুর জন্য আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। এছাড়াও সে আরও তিন-চারটি সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের যখন একটু বেশি প্রয়োজন কাজে লাগানোর, সে তা পারেনি।"

টানা চার ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হারের পর প্রবল প্রতাপে ফিরল বার্সেলোনা। লা লিগার পয়েন্ট তালিকায়ও তারা এগিয়ে গেল ৬ পয়েন্টের ব্যবধানে।

দিয়ামান্টাকোসের ডাবল, রুদ্ধশ্বাস জয়ে চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটে ইস্টবেঙ্গল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রুদ্ধশ্বাস বললেও কম বলা হয়। অবিশ্বাস্য! আর নাটকীয়। লেবাননের নেজমাহ এফসিকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আন্ডারডগ ছিল লাল-হলুদ। তারাই এমন অবিশ্বাস্য ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, এই স্বপ্নই দেখছিলেন সমর্থকরা। এত সুন্দর কামব্যাক ইস্টবেঙ্গল টিমের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা ম্যাচ শেষে তাদের সেলিব্রেশনেই পরিষ্কার। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্লেয়ারদের হাতে দেশের পতাকাও। এএফসির টুর্নামেন্টে দেশের হয়েই প্রতিনিধিত্ব করা। আর নকআউটে পৌঁছে দেশকে গর্বিতও করল ইস্টবেঙ্গল। স্নায়ুর চাপ, বিনোদন, সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের দুরন্ত জয়। জোড়া গোলে নায়ক দিমিত্রিয়স দিয়ামান্টাকোস।

গ্রুপ এ-তে খাতায় কলমে এবং আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে অ্যাডভান্টেজ ছিল লেবাননের ক্লাব নেজমাহ এফসি। প্রথম দু-ম্যাচে তারা বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস এবং ভুটানের পারো এফসিকে হারিয়েছিল নেজমাহ। অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান সুপার লিগে টানা ছয় ম্যাচ হেরে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। নতুন কোচ, আত্মবিশ্বাস তলানিতে ফুটবলারদের। এমন পরিস্থিতিতে পারো এফসির বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে কোনওরকমে হার বাঁচায় ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ দিন পর ড্র করাটাই ছিল অনেকটা অক্সিজেন।

গত ম্যাচে বাংলাদেশের বসুন্ধরা এফসির বিরুদ্ধে ৪-০ ব্যবধানে জয় ইস্টবেঙ্গলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়েছিল। দীর্ঘ ৮৩ দিন পর জয়ের মুখ দেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। নেজমাহর বিরুদ্ধে কাজ যদিও সহজ ছিল না। তবে ম্যাচের প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যেই ২-০ এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু অস্বস্তি বাড়ে ১৯ মিনিটে মাঝমাঠ ও ডিফেন্সের ভুল বোঝাবুঝিতে গোল হজম। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে আরও একটি গোলে সমতা ফেরায় নেজমাহ। বিরতিতে দু-দলই সমান জায়গায়।

পাকিস্তান দলে ফিরলেন বাবর, কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ ফখর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ দুই টেস্ট থেকে বাদ পড়া বাবর আজম দলে ফিরেছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে রাখা হয়েছে একই সাথে বাদ পড়া শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শাহকেও।

সাথে জিম্বাবুয়ে সপরের জন্যও রোববার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দুই সফরেই তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান।

কোনো সফরের দলেই জায়গা হয়নি ফখর জামানের। এমনটি কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে এই মারকুটে ব্যাটারকে।

সপ্তাহ দুয়েক আগে ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ দুই টেস্টের দল থেকে বাবরকে বাদ দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ফাখার। প্রকাশ্যেই ওই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন তিনি। বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের এমন আচরণ ভালোভাবে নেয়নি পিসিবি।

২০২৪-২৫ মৌসুমের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পাওয়া ক্রিকেটারদের নাম রোববার প্রকাশ করে পিসিবি। আগামী এক বছরের জন্য ২৫ জনকে রাখা হয়েছে চুক্তিতে।

জিম্বাবুয়ে সফরে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বাবর, আফ্রিদি ও নাসিমকে। অস্ট্রেলিয়ায় দুই সংস্করণে আর জিম্বাবুয়ে সফরে শুধু ওয়ানডে দলে রাখা হয়েছে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে।

দলে আছেন ওয়ানডে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা আমির জামাল, আরাফাত মিনহাস, ফয়সাল আকরাম, হাসিবুল্লাহ, মোহাম্মদ ইরফান খান ও সাইম আইয়ুব। প্রথমবার টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছেন টেস্টে পাকিস্তানের নিয়মিত পারফরমার সালমান আগা।

ওয়ানডে দলে ফিরেছেন তরুণ পেসার মোহাম্মদ হাসনাইন। ঘরোয়া ওয়ানডে টুর্নামেন্টে সম্প্রতি ১৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের হয়ে সবশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন এই পেসার। এই দুই সফরে কোনো দলেই নেই মোহাম্মদ আমির।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাকিস্তানের সিরিজ ৪ থেকে ১৮ নভেম্বর। জিম্বাবুয়ে সিরিজ ২৪ নভেম্বর শুরু, শেষ ৫ ডিসেম্বর।

অস্ট্রেলিয়া সফরের পাকিস্তান ওয়ানডে দল: আমের জামাল, আবদুল্লাহ শাফিক, আবরার আহমেদ, আহমেদ দানিয়াল, ফাইসাল আকরাম, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ (কিপার), কামরান গুলাম, মোহাম্মদ হাসনাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান (কিপার), মুহাম্মদ ইরফান খান, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা, শাহিন শাহ আফ্রিদি।

অস্ট্রেলিয়া সফরের পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দল: আরাফাত মিনহাজ, বাবর আজম, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ, জাহানবাদ খান, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ রিজওয়ান (কিপার), মুহাম্মদ ইরফান খান, নাসিম শাহ, ওমাইর বিন ইউসুফ, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান আলি আগা, শাহিন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম, উসমান খান।

জিম্বাবুয়ে সফরের পাকিস্তান ওয়ানডে দল: আমের জামাল, আবদুল্লাহ শাফিক, আবরার আহমেদ, আহমেদ দানিয়াল, ফাইসাল আকরাম, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ (কিপার), কামরান গুলাম, মোহাম্মদ হাসনাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান (কিপার), মুহাম্মদ ইরফান খান, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা, শাহনাওয়াজ দাহানি ও তায়াব তাহির।

জিম্বাবুয়ে সফরের পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দল: আহমেদ দানিয়াল, আরাফাত মিনহাজ, হারিস রউফ, হাসিবুল্লাহ, জাহানবাদ খান, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ হাসনাইন, মুহাম্মদ ইরফান খান, ওমাইর বিন ইউসুফ, কাসিম আকরাম, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান আলি আগা, সুফিয়ান মুকিম, তায়াব তাহির, উসমান খান।

লুইসের বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে
ক্যারিবীয়দের জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগেই সিরিজ খুইয়ে বসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফলে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে ছিল তাদের জন্য ধবলধোলাই এড়ানোর লড়াই। তবে আরও অতীতে গেলে, ১৯ বছর লঙ্কান ভূমিতে ওয়ানডেতে জয়হীন ক্যারিবীয়রা। এভিন লুইসের বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে সেটাই সম্পন্ন হয়ে গেল গতকাল। বৃষ্টির কল্যাণে যদিও ম্যাচটি পরিণত হয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে। আর সেটাই যে ক্যারিবীয়দের পছন্দের!

পাল্লেকেলেতে কয়েক দফায় বৃষ্টির বাগড়ায় সিরিজের শেষ ওয়ানডে নেমে আসে ২৩ ওভারে। যদিও ১৭.২ ওভার পর পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকে। ওই সময় শ্রীলঙ্কার পুঁজি ছিল ১ উইকেটে ৮১ রান। পরে ম্যাচের দৈর্ঘ্য ২৩ ওভারে নামিয়ে আনার পর পাথুম নিশাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিসের ফিফটিতে ১৫৬ রান করে লঙ্কানরা। যা ডাকওয়ার্থ লুইস-স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতিতে ১৯৫ রানের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

সেই লক্ষ্য ৬ বল এবং ৮ উইকেট হাতে রেখেই পেরিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর তাতে বড় অবদান ২০২১ সালের পর এই সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে ফেরা লুইস। জয়ের জন্য যখন দলের আর ৫ রান প্রয়োজন, সে সময় সেঞ্চুরি থেকে তিনি ৪ রান দূরে। আসিথা ফার্নান্দোকে লং অফ দিয়ে ছক্কায় উড়িয়ে তিনি দুটি সমীকরণই মিলিয়ে দেন। পেয়ে যান মাত্র ৬১ বলে পঞ্চম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এ ছাড়া শেরফান রাদারফোর্ডও ঝড়ো ফিফটি করেছেন।

এল-ক্লাসিকোয় মেজাজ হারিয়ে
আলোচনায় রিয়াল কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লা লিগায় মৌসুমের প্রথম এল-ক্লাসিকোকে বার্সেলোনার দুর্দান্ত ট্যাকটিকস ও পারফরম্যান্সে নাস্তানাবুদ হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। লস ব্লাঙ্কোসরা ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতেই ৪-০ গোলের বড় হার দেখেছে। এরপর থেকে রিয়ালের দুর্বল দিকগুলো আলোচনার পাশাপাশি প্রশ্নের কেন্দ্রে রয়েছে কোচ কার্লো আনচেলত্তির মেজাজ হারানোর প্রসঙ্গ!

ম্যাচের ৮৪ মিনিটে চতুর্থ গোল পায় বার্সেলোনা। সেই সময়ই কিছু একটা নিয়ে আঙুল উঁচিয়ে কাতালান ক্লাবটির কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় আনচেলত্তিকে। ম্যাচে পিছিয়ে পড়া কিংবা প্রায় হার নিশ্চিতের পর স্বাভাবিক থাকার কথা নয় রিয়াল বসের। তবে হারের অভিজ্ঞতা কিংবা তিক্ত পরিস্থিতি সামলানোর অভিজ্ঞতা তো এমন কিংবদন্তির কোচের রয়েছেই। তবুও প্রতিপক্ষ কোচের মুখোমুখি কার্লোর এমন মেজাজি মনোভাব কেন সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ম্যাচ শেষে।

বার্সার উদযাপন অভদ্রোচিত ছিল বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন আনচেলত্তি। ডাগআউটে মেজাজ হারানো প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'ফ্লিকের সঙ্গে নয়, তার সহকারীর (মার্কাস সর্গ) সঙ্গে একটু সমস্যা হয়েছিল। সহকারী অভদ্রোচিতভাবে আমাদের বেঞ্চের সামনে উদযাপন করছিল। আমি ফ্লিককে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটি বলেছি এবং সেও একমত।'

পরে সেটি নিয়ে কথা বলেছেন ম্যাচজয়ী বার্সা কোচ ফ্লিকও। সংবাদ সম্মেলনে ফ্লিক বলেন, 'আমি আসলে জানি না কী ঘটেছে। আমি কার্লোর সঙ্গে কথা বলেছি। যেকোনো গোল হজমের পর এমন কিছু ঘটা স্বাভাবিক। তবে হয়তো এমন কিছু হয়েছে যা উপযুক্ত নয়।'

লা লিগায় নিজেদের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করার ম্যাচটিতে বার্সার হয়ে রিয়ালের জালে দুটি গোল করেছেন রবার্ট লেভান্ডফস্কি। এ ছাড়া লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনিয়া নিজেদের প্রথম এল-ক্লাসিকো গোলও পেয়েছেন। প্রথমার্ধে অফসাইডের ছড়াছড়ি ও সুযোগ হাতছাড়া করার পর চারটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে।

যশস্বীর একটা ভুলে
ওয়াংখেড়েতে শেষ বেলায় ব্যাকফুটে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সীমায় আটকানো সম্ভব হবে তো! এখন এই প্রশ্নটাই ঘোরাফেরা করছে। ঘরের মাঠে দু-ম্যাচের বেশি কোনও টেস্ট সিরিজে ভারত ক্লিনসুইপ হয়নি। আর ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মাত্র একবারই হয়েছিল। এ বার ইতিমধ্যেই ২-০ এগিয়ে নিউজিলয়ান্ড। তাদের লক্ষ্য ৩-০। ভারতের লক্ষ্য প্রথম বার দেশের ইতিহাসে ০-৩ আটকানো। কিন্তু প্রথম দিনের খেলার শেষ ১৫ মিনিট ভারতকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিল। এর জন্য যশস্বীর ভুলকে জাস্টিফাই করা যায় না। ভারত প্রথম দিন শেষ করতে পারত ১ উইকেটেই। কিন্তু দিন শেষ করল ৮৬-৪ স্কোরে।

ওয়াংখেড়েতে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরদের সৌজন্যে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৩৫ রানেই অলআউট করেছে ভারত। যা প্রথম ইনিংসের নিরিখে দুর্দান্ত। ভারতীয় ব্যাটারদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন ছিল প্রথম ইনিংসে একটা মজবুত স্কোর গড়া। কারণ এই পিচে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং প্রথম ইনিংসে লিড নিতে না পারলে পুনের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা প্রবল। আর যশস্বীর ভুলেই যেন খেই হারাল ভারত।

অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও যশস্বী জুটি দুর্দান্ত শুরু করেছিল। ফর্ম খুঁজে বেরানো ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ফেরেন ১৮ বলে ১৮ রানেই। তিনে নামা শুভমন গিলের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি গড়ছিল। দিনের খেলার আর তখন মাত্র ৫ ওভারের মতো বাকি। যদিও সময় অনুযায়ী মিনিট ১৫-র মতো। ৩০ রানে ব্যাট করছিলেন যশস্বী। গত সফরে এই মাঠে পারফেক্ট টেনের রেকর্ড গড়েছিলেন এজাজ পয়াটেল। এ দিন তাঁর বোলিংয়ে রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে বোল্ড যশস্বী। দলের প্রয়োজনে এই শট পরিস্থিতি অনুযায়ী চূড়ান্ত ভুল। তাঁর উচিত ছিল কোনওরকমে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া। সিঙ্গল, ডাবলে কতটা রান এল, সেটা ম্যাটার করত না। যশস্বী আউট হতেই বিপর্যয়।

বিরাট কোহলিকে আড়াল করতে নাইট-ওয়াচম্যান হিসেবে পাঠানো হয় মহম্মদ সিরাজকে। কিন্তু গোল্ডেন ডাক সিরাজ। রিভিউ নিয়েও লাভ হয়নি। নামতে বাধ্যই হলেন বিরাট কোহলি। রাচিন রবীন্দ্রর ফুলটসে বাউন্ডারি মেরে রানের খাতা খোলেন বিরাট কোহলি। পরের বলেই কুইক সিঙ্গল নিতে যান। ম্যাট হেনরির ডিরেক্ট থ্রোয়ে রান আউট বিরাট কোহলি। ৫.০২-এ দিনের খেলা শেষ হয়। তখনও নির্ধারিত খেলার ৩ ওভারের মতো বাকি ছিল। ভারতীয় শিবিরে আপশোস, যশস্বী ওই শটটা না খেললে হয়তো এত কিছু হত না। বিরাট কোহলি যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না ব্যাটিংয়ে নামার জন্য, তা নাইট ওয়াচম্যান পাঠানোর সিদ্ধান্তেই পরিষ্কার।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR